সংস্কৃতি

পৌষ সংক্রান্তির প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে

চন্দ্রজিৎ মজুমদার

বড়দিন নয়, পৌষ সংক্রান্তির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে প্রতিটি ঘরে ঘরে। সংক্রান্তির দিন সকালে পিঠা-পুলি, পায়েস, দই-চিড়া, তিল-কদমা আর নকুল-বাতাসার পাশাপাশি বিভিন্ন ফলমূলের আয়োজন হয়ে থাকে। পৌষ সংক্রান্তিতে মূলত নতুন ফসলের উৎসব 'পৌষ পার্বণ' উদযাপিত হয়। নতুন ধান, খেজুরের গুড় এবং পাটালি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করা হয়। যার জন্য প্রয়োজন হয় চালের গুঁড়া, নারিকেল, দুধ আর খেজুরের গুড়। পৌষ সংক্রান্তির মাধ্যমে আমরা পৌষ মাসকে বিদায় জানাই ও মাঘ মাসকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি। একে আবার অনেকে মকর সংক্রান্তিও বলে। সামাজিক এবং ভৌগোলিক গুরুত্বছাড়াও এই দিনটি ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে। ধর্মীয় গুরুত্বের জন্য বিভিন্ন স্থানে দিবসটিতে কীর্তন, পালা গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কোথাও আবার পৌষ পার্বণ উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। কান্দির বাসিন্দা গৃহবধূ অনামিকা দেবনাথ বলেন, "সামনেই পৌষ সংক্রান্তি। সবার ঘরে ঘরে তার প্রস্তুতি চলছে। আমরা পিঠা তৈরির চাল গুড়ো করছি। চালের গুড়োর পিঠা ভালো হয়। মিলের চালের গুড়ো দিয়ে তেমন হয় না। বাড়িতে চাল গুড়ো করে পিঠা খাওয়া হলে আনন্দ হয়। সবাই মিলে পৌষ সংক্রান্তির আনন্দ করা যায়।"

ছবি : প্রতিবেদক

তুলসীতলা থেকে হারিয়েছে কুলকলতির গান

চন্দ্রজিৎ মজুমদার

হারানোসুর

কথায় বলে 'বাঙালির বাড়ি, মুসলমানের দাড়ি'। বাঙালি হিন্দুদের কাছে বাড়ি মন্দিরের মতো। বাড়ি শুরু থেকে নির্মাণকাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাস্তুদেবতা (!)-র পূজার্চনা করে থাকেন গৃহস্থ। এমনকী বাড়িতে প্রবেশের আগে পছন্দের দেবদেবীর পুজো ও হোমাগ্নি করেন বাড়ির মালিক। কিন্তু বাড়ির মঙ্গল কামনায় একমাস ধরে গান গেয়ে গেয়ে নেচে বেড়ানো-এক সময় গ্রামে-গঞ্জে প্রচলিত ছিল। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি থেকে কার্তিক মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাস ধরে গান গেয়ে বেড়ায় একদল মেয়ে। এদের বয়স সাধারণত ১০ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। এই গান কুলকলতি গান নামে গ্রামাঞ্চলে পরিচিত। কোথাও আবার এটি অবিবাহিতা মেয়েদের অনুষ্ঠানব্রত হিসাবেও পরিচিত। বাড়ির তুলসীতলায় সন্ধেবেলা একটি ছোট গর্ত খোঁড়া হয়। তার চারপাশে মাটি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। সেই গর্তের সামনে একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। জ্বলন্ত প্রদীপের সামনে রাখা হয় ফুল, তুলসী, কুলপাতা ও দুবাঘাস। কোনও ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হয় না। ওই কিশোরী মেয়েরা একসুরে একটি গান গেয়ে থাকে। প্রথমে ফুল-তুলসী দেওয়া হয়। এই সময় যে গানটি গাওয়া হয়—

'তুলসী তুলসী মাধবলতা, কত্ত তুলসী মিষ্টি কথা।
কিষ্ট কথা শুনলাম কানে, গড় করি মা শ্রীচরণে।
জলে আছে জলকুমারী, ডাঙায় আছে হরি
এক ঘটি জল দাও মা, তুলসী পূজা করি।

তিনবার এই গান গাওয়ার পর হাতজোড় করে বসে বাড়ির মঙ্গল কামনা করে ওই কিশোরীরা। এরপর শুরু হয় কুলপাতা দেওয়া। কুলপাতা দেওয়ার সময়ও একটি গান গাওয়া হয়—

কুলপাতা কুলপাতা ঝাঁকড়ি,
সতীন বেটা মাকড়ি,
সাত সতীনের সাত কৌটো,
আমার মায়ের নব কৌটা
নবকৌটা নড়ে চড়ে, সাত সতীনের মুখটি পুড়ে।"

এই গানটিও তিনবার গাওয়া হয়। এরপর দুর্ব্বা দেওয়ার পালা। দুর্ব্বা দেওয়ার সময়ও একটি গান গাওয়া হয়। সেটি হল—

"দুর্ব্বা দুর্ব্বা নারায়ণ, তুমি দুর্ব্বা ব্রাহ্মণ।
তোমার শিরে ঢালি জল,
অন্তকালে পাবো ফল।"

এটিও তিনবার গাওয়া হয়।

গৃহস্থের বিশ্বাস এভাবে নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করলে গৃহস্থের জীবনভর মঙ্গল সাধিত হয়। এমনকী এই ব্রতের গানের সঙ্গে গৃহস্থের পুত্র কামনা করে একটি গান গাওয়া হয়। সেটি হল—

'আঁচির দিলাম প্রাচীর দিলাম,
ফেলে এলাম বাটা!
আমার মায়ের কোলে হবে
চাঁদপারা বেটা।'

সবশেষে কুলপাতা, ফুল, তুলসী, দুর্ব্বা ও জ্বলন্ত প্রদীপটি একটি শোলার তৈরি ভেলায় রেখে সেটি পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় সবাইকে সুর করে যে গানটি গাওয়া হয়—

'কুল কুলতি কুলবতি, সাতকুলে দিও বাতি
অরুণ ঠাকুর বরণে, ফুল ফুটেছে চরণে।
একটি ফুল তুলবে যে, সাত ভাইয়ের বোন হয় সে,
সাত তুল তুল পারুল ফুল—
কার্তিক মাসের রাসে
কুলকুলতি ভাসে।'

একমাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এভাবে পূজা ও গান করে গৃহস্থের বা বংশের মঙ্গল কামনা করা হয়। একটি করে শোলার ভেলা জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে আগে এই কুলকুলতি ব্রত পালন করত ১০-১৪ বছরের কুমারী মেয়েরা। এখন আর প্রায় দেখা যায় না এই ব্রত।

সময় ও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্রত প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে জানান ঘাটালের বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক গবেষক সুদর্শন রায়। প্রবীণ এই গবেষক জানাচ্ছেন, 'সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ যেমন বদলাচ্ছে, তেমনি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধরনও বদলাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে এই সব লোকগান। নিরক্ষর মেয়েরা মুখে মুখেই এমন কত যে গান রচনা করে গিয়েছেন, তা আজও গবেষণার বিষয়।"

ছবি : প্রতিবেদক

বড়দিনের আমেজে কুড়িটি নাটকের উৎসবে মজবে কান্দি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি

প্রতিবছরের মতো এবারও মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার কাদিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২১ তম সারা বাংলা নাট্যোৎসব কান্দি শহরের কান্দি রাজ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর। প্রথম দিনই বিকেল চারটের সময় শুভ উদ্বোধন উদ্বোধন করবেন মহিতবন্ধু অধিকারী। সারাবাংলা নাট্য উৎসব কমিটির সম্পাদক সরজিত সাহা জানিয়েছেন, প্রতিবছরের মতো এবছরও আমরা কান্দির মানুষের জন্য এক ঝুড়ি নাটক নিয়ে হাজির হয়েছি এ বছরেই ৭ দিন ব্যাপী নাট্যোৎসবে। মোট কুড়িটি নাটক অনুষ্ঠিত হবে এর মধ্যে যেমন রয়েছে চপল ভাদুড়ি অভিনীত তোমার চরণে ওগো দেবী শীতলা তেমনই রয়েছে নাটক রং বিন্দুর ঘাস ফড়িং। এবার বরানগর বর্ধমান, বাটানগর, চাকদহ, সিউড়ি, হুগলি, নদিয়া, কলকাতা, কান্দি, বারাসতের নাট্যদল অংশগ্রহণ করছে। ৩১ শে ডিসেম্বর পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে উৎসব। অপর দিকে ঝড় নাট্যগোষ্ঠীর সহ সম্পাদক নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, মূলত মানুষের কাছে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে প্রতিবছরের মতো এবারও আমরা এই নাট্যোৎসব করার জন্য আসরে নেমেছি মানুষের সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে আমরা খুশি। বড়দিনে সাত দিনব্যাপী কুড়িটি নাটক একসঙ্গে দেখতে পেয়ে খুশি কান্দি-সহ জেলার মানুষ।

ছবি : প্রতিবেদক

ভাড়া বিতর্কে ভাঙন সিউড়ির নাট্যমহলে

নন্দন দত্ত

ভাঙন ধরল সিউড়ির রবীন্দ্র সদন অনুরাগী মঞ্চে। ভাড়া পুর্নবিবেচনার অনুরোধ রেখে কেউ কেউ সংস্কারিত রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠান শুরু করল। এই পরিস্থিতিতে অনুরাগী মঞ্চের আহ্বায়ক দেবাশিস দত্ত বললেন, এবার আমরা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে নবান্ন যাব। কারন সিউড়ি তো আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নয়। অনুরাগী মঞ্চ শুরু হয়েছিল রবীন্দ্র সদনের দ্রুত সংস্কারের দাবি নিয়ে। দীর্ঘ সাত বছর পর সিউড়ির একমাত্র নাট্য উপযোগী সরকারি সদনের শাপমুক্তি ঘটেছিল গত ডিসেম্বরে। যেখানে সদনটি ১৪ ফুট এগিয়ে এসেছে। সাতশোর বেশি আসনের সদনে এখন ৩৭৪ আসনের। পিছনের সাইক্লোরামা আনা হয়েছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। ৯৬ টি বিদ্যুত সংযোগের ব্যবস্থা সমেত ৭৬ টি আধুনিক আলোর ব্যবস্থা আছে। রস্ট্রাম থেকে বহিরাগত নাট্য দলগুলির সরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দলগুলির মতে আমাদের মনের মত মঞ্চ করে দিয়েছে সরকার। তবু আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবে সিউড়িতে যদি থিয়েটার বা নাট্যদল গুলির জন্য ভাড়ার বিবেচনা করা হত। সেই দাবিতে এবং অভিমানে গত এক বছর অনুরাগী মঞ্চের সঙ্গে থাকা শহরের ১৮ টি দল সদন মুখী হয়নি। কিন্তু তাল কাটল কয়েকটি ঘটনা। নাট্য পত্রিকা আননায়ুধের সম্পাদক তথা শহরের শ্রদ্ধেয় নাট্য ব্যক্তিত্ব স্বপন রায় সদনে গিয়ে সন্মাননা নিলেন। নৃত্যকলা আমন্ত্রনমূলক অনুষ্ঠানে সদনে গিয়ে তাদের নৃত্য পরিবেশন করলেন।আর শহরের নাট্য সংস্থা আত্মজ তাদের উতসবের কর্মসূচি ঘোষনা করে দিলেন। কাল, রবিবার ২৩ ডিসেম্বর তাদের অনুষ্ঠান। পরপর এই ঘটনায় তাল কাটল মঞ্চের আন্দোলনে। নৃত্যকলা সংগঠনের কর্নধার অলক ঘোষদস্তিদার জানান,সাহিত্য পরিষদে মঞ্চের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল,আমরা নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেব। তিনি জানান, আমি সাংগঠনিকভাবে নিজে অনুষ্ঠান সদনে করব না। তবে আমন্ত্রনে আমি যাব।আত্মজর প্রাণ পুরুষ মুকুল সিদ্দিকী বলেন,আমাদের আয়োজিত প্রতিমাসের থিয়েটার আমরা রামকৃষ্ণ মঞ্চ থেকে জোনাকী মঞ্চে করেছি। কিন্তু কতদিন এই অভিমান নিয়ে চলব।মঞ্চের সিদ্ধান্ত মেনেই নভেম্বরের পরেই আমরা সদনে এসেছি ভাড়া কমানোর দাবি রেখেই। শহরের পুরনো দল আনন। সংগঠনের সম্পাদক পীযূষ রায় বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বৈঠকে বসছি। কারন মার্চের পর শীততাপহীন সদনে অনুষ্ঠান করা কষ্টকর।এখন না করতে পারলে আবার একবছর পিছিয়ে যাব। স্বপন রায়ের দাবি রাজ্যের বেশ কিছু মঞ্চে সরকার পুর্ন বিবেচনা করেছে। আমরা আমাদের নাট্যমন্দিরে যেতে সেই অনুরোধ করেছি। জেলা তথ্য আধিকারিক শুভময় মিত্র জানান, আমার কাছে সদনের নতুন ভাড়ার কোনও নির্দেশিকা আসেনি। তবে শহরের সবাইকে সদনে স্বাগত।

ছবি : বাসুদেব ঘোষ

জে লা র খে লা

ছবি : প্রতিবেদক

এমজিআর নক আউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন আসানসোল

বাসুদেব ঘোষ

খেলায় উৎসব, উৎসবের খেলা। আর সেই খেলার নামই হল ফুটবল। নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট ও লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করেছিল এমজিআর নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট, মিলন মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব কমিটি। গত ২ ডিসেম্বর থেকে নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতাটি শুরু হয় বড় গুনসিমা এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি ময়দানে। ৯ ডিসেম্বর ফাইনাল খেলার মধ্যে দিয়ে এই প্রতিযোগিতা সমাপ্তি ঘটে। এই নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতাটিতে অংশ নিয়েছিল আটটি দল। এই নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী, মোহনবাগান রত্ন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, এছাড়াও বিশিষ্টজনেরা। এত বড় দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে শুধুমাত্র এক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যার নাম শেখ মহিম। মূলত তারই উদ্যোগেই পুরো অনুষ্ঠানটি কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে। খেলার মাঠটিকেও জাতীয় পরিকাঠামো যুক্ত করে তোলা হয়েছে। ফ্লাড লাইট ও ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে সরাসরি টিভির মাধ্যমে খেলা দেখার সুযোগটিও রাখা হয়েছিল এই টুর্নামেন্টে। এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রাখা হয়েছিল মহিলা ফুটবলের একটি আয়োজন। এছাড়াও রাখা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যার মধ্যে ছিল লোকসংগীত, ভাটিয়ালি ও বাউল গান। দর্শকদের আনন্দ দিতে রাখা হয়েছিল দুটি যাত্রাপালাও। এই টুর্নামেন্টটির ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ৯ ডিসেম্বর। ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয়েছিল বুধপুর কেজিএল ফুটবল দল বনাম নীলাঞ্জনা এফসি আসানসোল। ফাইনাল খেলেটিতে নীলাঞ্জনা এফসি আসানসোল ৩-১ গোলে জয়ী হয়। জয়ী দলকে এমজিআর এর পক্ষ থেকে ট্রফি সহ ১ লক্ষ ১১হাজার ১১১ টাকা এবং রানার্স দলকে ট্রফি সহ ৭৭ হাজার ৭৭৭ টাকা প্রদান করা হয়। ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল সহ সিউড়ির বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং দুবরাজপুরের বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউরী প্রভৃতি ব্যক্তিরা। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি এবং পুরস্কারের চেক তুলে দেন অনুব্রত মণ্ডল।

শেষ খেলাতেই ঠিক হবে ডোমকল লিগের ভাগ্য

অতুলচন্দ্র নাগ

নজরবন্দি

শেষ খেলাতেই নির্ধারিত হবে কোন দল হবে মহকুমা লিগ চ্যাম্পিয়ন। ডোমকল মহকুমা চাম্পিয়ন লিগ ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে। খেলাপ্রেমী মানুষও মুখিয়ে রয়েছেন লিগের শেষ খেলার দিকে। কে হবে ডোমকল মহকুমা লিগ চ্যাম্পিয়ন? ডোমকল আজাদ ক্লাব নাকি ডোমকল টাউন ক্লাব? তার জবাব লুকিয়ে আছে ওই শেষ খেলার মধ্যেই। দর্শক সমর্থকদের কথায় সাধারণত লিগের খেলায় দু-একটা খেলা বাকি থাকতেই খেলার চাম্পিয়ন দলের নাম জানা হয়ে যায় পয়েন্টের বিচারে। ইতিপূর্বে এই খেলাতেই অনেকবার এমন হয়েছে। কিন্তু এবার যেন অন্যরকম। প্রতিযোগিতা পূর্ণ খেলায় প্রতিটা দল এমন ভাবে এগিয়ে গিয়েছে যে শেষ পর্যায়ে এসে টাই অবস্থা। আপাত দৃষ্টিতে পয়েন্টের বিচারে আজাদ ক্লাব এগিয়ে থাকলেও তাদের চাম্পিয়ন বলা যাচ্ছে না। কারণ থেকে এক পয়েন্ট পিছনেই রয়েছে ডোমকল টাউন ক্লাব। তাদের দখলে ২০ পয়েন্ট। অথচ দুই দলেরই একটি করে খেলা বাকি রয়েছে। তাই লিগ চাম্পিয়ন দল বাঁছতে শেষ মানে চুড়ান্ত খেলার অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। বলা যায় ওটাই এখন দুই দলের ফাইনাল খেলা। তার জন্য দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনা। মানসিক দিক থেক এগিয়ে রয়েছে আজাদ ক্লাবের ছেলা। কারন ঝুলির এক পয়েন্ট তাদের এগিয়ে রেখেছে। শেষ খেলায় তার ড্র করে এক পয়েন্ট পেলেই জিতে যাবে। তাছাড়া তারা বিগত দিনেও তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই অবস্থায় তাদের এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা বেশী বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। অন্য দিকে টাউন ক্লাবের কর্মকর্তাদের বক্তব্য তাদের হারানোর কিছু নেই। শেষ খেলায় জিতলে দল চাম্পিয়ন হবে। এই আশাতেই ছেলেরা খেলতে নামবে। তার জন্যই প্রস্তুতি চলছে। শেষ খেলার দিন এখনও ঠিক হয়নি।

ছবি : প্রতিবেদক